দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ : 10 OCT 2012
পৃষ্ঠা : ১ কলাম : ২

ডিকারুননিসার শিক্ষকদের অনীহা নেই কোচিংয়ে

■ নিজামুল হক

দেশের প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিকারুন নিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজের শিক্ষকরা অনেক সংযত। কোচিং ছেড়ে দিয়েছেন, এ কথা বলা যাবে না। তবে কোচিংয়ে তাদের অনীহাও নেই। আর এ কারণে শিক্ষার্থীরা এখনো কোচিংমুখী। কেউ নিজ বাসায়, আবার কেউ অন্য কোথাও বাসা ভাড়া নিয়ে কোচিং করাচ্ছেন। প্রভাতী শাখার শিক্ষার্থী ছুটি শেষে, আবার দিবা শাখার শিক্ষার্থী ক্লাস শুরুর আগে কোচিংয়ে ছুটছে। রাত ৮ টা পর্যন্তও শিক্ষার্থীরা কোচিংয়ে সময় ব্যয় করছে। প্রতিটি শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যাসহ এমন কোন বিষয় নেই যা শিক্ষকদের বাসায় গিয়ে পড়তে হয় না।

ভিকারুন নিসা নূন স্কুলের অধ্যক্ষ মঞ্জুয়ারা বেগম ইত্তেফাককে বলেন, কোচিং বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে শিক্ষকদের নোটিসও দেয়া হয়েছে। শিক্ষকরা আমার কাছে দাবি করেছেন তারা কোচিং বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানে মূল শাখা ছাড়াও তিনটি শাখা রয়েছে। শিক্ষকরা বলেছেন, শিক্ষকরা এই প্রতিষ্ঠানের অন্য শাখার শিক্ষার্থীদের পড়ান। যারা পড়াচ্ছেন তারা ইতিমধ্যে মৌখিকভাবে আমাকে জানিয়েছে। অধ্যক্ষ বলেন, আমিও চাই কোচিং বন্ধ হয়ে যাক। এ লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি। নীতিমালার আলোকে স্কুলে কোচিং করানো হচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।

তবে সরেজমিনে অনুসন্ধানে কোচিং বন্ধ হওয়ার নমুনা মেলে না। ভিকারুন নিসা নূন স্কুলের মূল শাখার কোচিংয়ের জন্য সিদ্ধেশ্বরী এখন কোচিং এলাকা হিসাবে পরিচিত। কেউ কেউ সাইন বোর্ড টানিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ান। সিদ্ধেশ্বরীর বন্দকার গলির বাড়িগুলোতে যারা কোচিং নেয় তারা সবাই ভিকারুন নূন নিসা স্কুলের ছাত্রী। আর যারা পড়ান তারাও ভিকারুন নিসা নূন স্কুলের- শিক্ষক।

পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ২

ডিকারুননিসায় শিক্ষকদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সিদ্ধেশ্বরীর থানার কলি মার্কেটের সামনে পূবালী হাউজে পড়ে প্রায় শতাধিক ছাত্রী। এই স্কুলের আজিমপুর শাখায় স্কুল শুরু আগে ও পড়ে শিক্ষার্থীরা বাসায় না গিয়ে সরাসরি পৌঁছে যায় শিক্ষকের বাসায়। আজিমপুর চায়না বিল্ডিংয়ের সামনে মডার্ন কোচিং সেন্টার। এই কোচিংয়ে প্রতি ব্যাচে ২৫ জন শিক্ষার্থী পড়ে। স্কুল ছুটির পর বেলা সাড়ে ১২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ভিড় থাকে এই কোচিং সেন্টারে। কোচিং সেন্টারের সব শিক্ষার্থীই ভিকারুন নিসা নূন স্কুলের আজিমপুর শাখার। আর এই স্কুলের ইংরেজি ও গণিতের দুই শিক্ষক এই কোচিং সেন্টারের মালিক বলে জানা গেছে।

আর ধানমন্ডির শাখার এক সিনিয়র শিক্ষকের বিরুদ্ধে রয়েছে নিষিদ্ধ কোচিং করানোর অভিযোগ। লেকসার্কাসে নিজের বাড়িয়ে গণিত পড়ান তিনি। কিছু শিক্ষকের অভিযোগ যিনি এই শাখার কোচিং বন্ধে উদ্যোগ নেবেন তিনিই কোচিং করাচ্ছেন। এই শাখার অধিকাংশ শিক্ষক গণিত, ইংরেজিসহ সকল বিষয় কোচিংয়ে পড়ান।

এই স্কুলের বসুন্ধরা শাখার বেশ কিছু শিক্ষক পুরোদমে কোচিং বাণিজ্য করছেন। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় থাকছেন যেসব শিক্ষক তাদের বাসায়ও শিক্ষার্থীদের ভিড়। উদ্দেশ্য কোচিং।

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে রিট আবেদনকারী ও অভিভাবক ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু এ বিষয়ে জানান, কোচিং বাণিজ্য বন্ধে অধ্যক্ষদের জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে। কোচিং বাণিজ্য বন্ধে যে নীতিমালা করা হয়েছে সেখানে অধ্যক্ষদের জবাবদিহিতার বিষয়টি উল্লেখ নেই। তিনি জানান, কোচিং বাণিজ্য বন্ধে যে মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে তাদের দৃশ্যমান তৎপরতা দেখাতে হবে। এর অংশ হিসাবে ঝটিকা অভিযান চালাতে হবে। তাহলেই কোচিং বানিজ্য বন্ধ করা যাবে।